ভারসাম্য দাম ও পরিমান নির্ধারন ঃ

সাধারণ অবস্থায় ভারসাম্য বলতে কোনো স্থিতিশীল অবস্থাকে বুঝায় । দুই বা ততোধিক বিপরীতমুখী শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া- প্রক্রিয়ার ফলে যদি একটি স্থিতবস্থা উপনীত হয় যেখানে থেকে তাদের বিচ্যুত হওয়ার কোনো প্রবণতা থাকেন। সে অবস্থাকে ভারসাম্য বলে।

অর্থনীতিতে মূলত চাহিদা ও যোগানের সমতার মাধ্যমে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

বিষয়টি নিম্নে সূচীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলঃ

দাম	চাহিদা	যোগান	চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক
১৫ টাকা	১০একক	৩০ একক	D<S
১০ টাকা	২০একক	২০ একক	D=S
৫ টাকা	৩০একক	১০একক	D>S

সূচীতে দেখা যায়, দাম ১০ টাকা হলে D = S হয়ে। তাই ১০ টাকা হচ্ছে ভারসাম্য দাম ও ২০ একক হচ্ছে ভারসাম্য পরিমান। কিন্ত দাম যখন ১৫ টাকা, D>S দাম যখন ৫ টাকা D>S এজন্য ১৫ টাকা ও ৫ টাকা ভারসাম্য দাম নয়।

বিষয়টি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেওয়া হলঃ

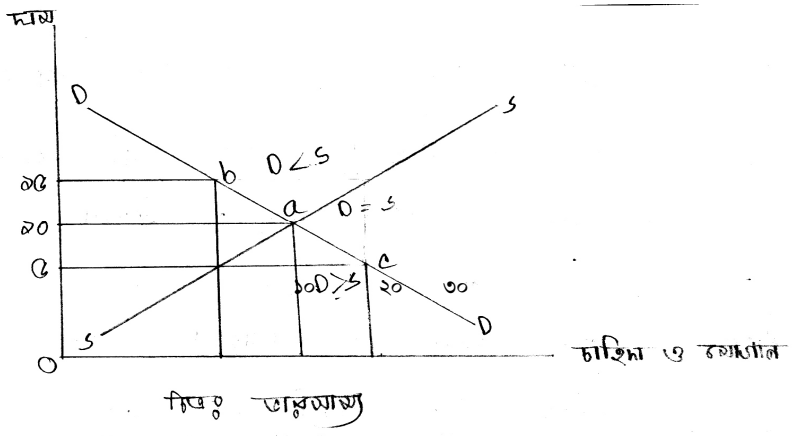

চিত্র ঃ ভারসাম্য

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, DD ও SS হচ্ছে সূচীভিত্তি প্রাপ্ত চাহিদা ও যোগান রেখা। উভয়রেখা a বিন্দুতে ছেদ করে । a বিন্দু হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু। a বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য দাম ১০ টাকা ভারসাম্য পরিমাণ ২০ একক । দাম ১৫ টাকা হলে বাজারে অতিরিক্ত যোগানের সৃষ্টি হয়। ফলে দাম কমে , আবার ৫ টাকা দামে অতিরিক্ত চাহিদার কারনে দাম বাড়ে। কিন্তু ১০ টাকা দামে চাহিদা ও যোগান সমান। এভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাত ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হয়।